গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বহিরাগমন শাখা-২

নং-স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/৫১৫ তারিখ ঃ ০৪ এপ্রিল ২০০৭

পরিপত্র

বিষয় ঃ বাংলাদেশে আগত বিদেশী নাগরিকদের অবৈধ অবস্থান নিয়মিত করণের পদ্ধতি ।

সূত্রঃ নং-স্বঃমঃ (বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/২৮৮২, তারিখঃ ১৯ অক্টোবর ২০০৬ ।

উপর্যুক্ত সূত্রে বর্ণিত বিষয়ে জারীকৃত পরিপত্রটি নিম্নরূপ সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা হ'ল ঃ

২ । বাংলাদেশে আগমনকারী বিদেশী নাগরিকদের অবৈধ অবস্থান নিয়মিতকরণের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদ্যমান নির্দেশাবলী সংশোধনপূর্বক নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) বাংলাদেশে বৈধ ভিসায় আগত বিদেশী নাগরিকদের অবৈধ অবস্থানের জন্য নিম্নোক্ত হারে জরিমানা আদায় সাপেক্ষে অবৈধ অবস্থান নিয়মিত করা যাবে ঃ

(i) অবৈধ অবস্থানের প্রথম ১৫ (পনের) দিনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের জন্য বাংলাদেশী মুদ্রায় ২০০/ (দুই শত) টাকা হারে এবং

(ii) অবৈধ অবস্থানের মেয়াদ ১৫ (পনের) দিনের অতিরিক্ত হলে ৯০(নব্বই) দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ৫০০(পাঁচ শত) টাকা হারে ।

(iii) তবে প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা এবং ৯০ দিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ধার্য্য করা যাবে ।

(খ) বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগরিক/বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশী স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের অবৈধ অবস্থানের জরিমানা মওকুফ করা যাবে ।

(গ) অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের ৩(তিন) মাস পর্যন্ত অবৈধ অবস্থানের জরিমানা মওকুফ করা যাবে । তবে অবৈধ অবস্থান ৩(তিন) মাসের অধিক হলে সর্বোচ্চ ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা যাবে ।

(ঘ) অবৈধ অবস্থানের মেয়াদ ৯০ (নব্বই) দিনের অতিরিক্ত হলে সংশ্লিষ্ট বিদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স এ্যাক্টের (১৯৪৬ সনের ৩১ নং আইন) আওতায় সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা করা যেতে পারে । এই আদেশবলে মামলা রুজু করার জন্য অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, বিশেষ শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ।

০৩ । অবৈধ অবস্থানের জন্য ধার্য্যকৃত জরিমানা মওকুফের বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজন হলে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মতামতসহ প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করতে পারবে ঃ

(ক) শারীরিক অসুস্থতা- শারীরিক অসুস্থতার কারণে অবস্থান অবৈধ হলে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন অথবা

অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসা সনদের ভিত্তিতে উক্ত জরিমানা মওকুফের জন্য পেশকৃত আবেদন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর যথাযথভাবে পরীক্ষা করে উপযুক্ত সুপারিশসহ তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে । তবে অসুস্থতার জন্য অবৈধ অবস্থান ৫ (পাঁচ) দিনের অতিরিক্ত হলে হাসপাতালে ভর্তি আছে/হয়েছিল মর্মে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট জমা প্রদান করতে হবে ।

(খ) অন্যান্য কারণঃ অন্য কোন যুক্তিসংগত কারণে অবস্থান অবৈধ হয়ে থাকলে তার সুস্পষ্ট যুক্তি সংগত ও গ্রহণযোগ্য কারণ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ প্রদেয় জরিমানা মওকুফের আবেদন উক্ত অধিদপ্তর উপযুক্ত সুপারিশসহ সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারবে ।

(গ) বর্ণিত সুপারিশ সমূহ মহাপরিচালক অথবা পরিচালক এর স্বাক্ষরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে ।

০৪ । **৩০ (ত্রিশ) দিন** পর্যন্ত অবৈধ অবস্থানের জন্য সংশ্লিষ্ট পাসপোর্টধারী বিমান/স্থল বন্দরে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হয়ে আদায়যোগ্য জরিমানা, সার্ভিস চার্জ ও ভিসা ফি পরিশোধ করে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে পারবেন । তবে জরিমানা, সার্ভিস চার্জ ও ভিসা ফি বাবদ অর্থ নগদে গ্রহণ করা যাবে না । বাংলাদেশ সরকারের তফশিলী ব্যাংকে নির্ধারিত কোড নম্বরে উক্ত অর্থ জমা প্রদানপূর্বক জমার রশিদ উপস্থাপন করলে সংশ্লিষ্ট পাসপোর্টধারীকে বাংলাদেশ ত্যাগ করার অনুমতি প্রদান করা যাবে । পাসপোর্টে অবৈধ অবস্থানের মেয়াদ ও জরিমানার পরিমান উল্লেখ করতে হবে ।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য ।

০৫। অনিবার্য কারণে যেমনঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, ফ্লাইট বাতিল, ইত্যাদির কারণে কেউ অবৈধ অবস্থান করলে তাঁর অবস্থানের মেয়াদ অবৈধ বলে গণ্য হবে না।

০৬। এ পরিপত্র কার্যকর হওয়ার পর ইতোঃপূর্বে এ বিষয়ে জারীকৃত সকল পরিপত্র/স্মারকপত্র বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ মোজিবুর রহমান)
যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক)

নং-স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/ ৫১৫ তারিখ ঃ ০৪ এপ্রিল ২০০৭

বিতরণঃ *(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)*

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশোধিত নীতিমালার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকল বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনে প্রেরণের অনুরোধ করা হ'ল)।
৪। সচিব--- (সংশিষ্ট সকল)
৫। বাংলাদেশ দূতাবাস/ মিশন --------------------------------(সকল)
৬। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা ।
৭। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮। মহাপরিচালক, এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা।
১১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এস বি, ঢাকা।
১৩। সভাপতি, এফ, বি, সি, সি, আই, ঢাকা।
১৪। চেয়ারম্যান, এফ, আই,সি,সি, আই, ঢাকা।
১৫। উপসচিব (নিরাপত্তা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বহিরাগমন শাখা-২

নং- -স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/ ১৪৩৪ তারিখ ঃ ১৯ আগষ্ট ২০০৭

পরিপত্র

বিষয় ঃ বিনা ভিসায় আগতদের visa on arrival/landing permit প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১) স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/২৮৮১, তারিখঃ ১৯ অক্টোবর ২০০৬
২) স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/৫১৬, তারিখঃ ০৪ এপ্রিল ২০০৭

উপর্যুক্ত সুত্রসমূহের আলোকে বর্ণিত বিষয়ে জারীকৃত পরিপত্র নিম্নরূপ সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা হ'ল ঃ

২। বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তি আকৃষ্টকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে বিদেশীদের এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতদের এদেশে আগমন ও অবস্থান সহজতর করার নিমিত্তে সরকার visa on arrival/landing permit প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে । visa restricted দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশ হতে আগতদের জিয়া আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে নিন্মোক্ত শ্রেণীর পাসপোর্টধারীদের বর্ণিত শর্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে বহু ভ্রমণ সুবিধা ব্যতীত সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের প্রবেশ ভিসা প্রদান করতে পারবে ঃ

ক. যে সকল দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস নেই, শুধুমাত্র সে সকল দেশ হতে আগত নাগরিকের ভ্রমনের উপযুক্ততা যাচাই অন্তে visa on arrival/landing permit প্রদান করা যেতে পারে । তবে, visa restricted দেশের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

খ. কোন বিদেশী তার নিজ দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশ, যেখানে বাংলাদেশ দূতাবাস নেই, সে দেশ হতে বাংলাদেশে আগমন করলে ভ্রমনের উপযুক্ততা যাচাই করে তাকে visa on arrival/landing permit প্রদান করা যেতে পারে।

গ. যে কোন দেশের বিনিয়োগকারী/ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আমন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রনপত্র এবং বিনিয়োগ বোর্ড/বেপজার প্রত্যয়ন পত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ভিত্তিতে visa on arrival/ landing permit প্রদান করা যেতে পারে। তবে, আমন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠানকে বিদেশী ব্যক্তির আগমনের বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই অবহিত করতে হবে।

ঘ. যে সকল দেশে দুতাবাস/মিশন নেই তাইওয়ানসহ এরূপ দেশ থেকে আগত বিনিয়োগকারী ও তাদের নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের বিমান বন্দরে PI/FPI শ্রেণীতে ৩ (তিন) মাসের বহুভ্রমণসহ আগমনী ভিসা (visa on arrival-VOA) প্রদান করবে। উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদশে আগমনের ৩(তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে কার্যানুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

ঙ. বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগরিক, তাদের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব সনদ/প্রমানপত্রের ভিত্তিতে visa on arrival/landing permit প্রদান করা যেতে পারে।

চ. বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাস, জাতিসংঘ ও তাদের অংগ সংগঠনের কর্মকর্তা /কর্মচারীদের নিয়োগ/আগমন সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে visa on arrival/landing permit প্রদান করা যেতে পারে।

০৩। Transit visa on arrival* :

(ক) তৃতীয় দেশে ভ্রমনরত কোন ফ্লাইট খারাপ বা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া অথবা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাধ্যতামূলকভাবে technical landing, পরবর্তী সংযোগ ফ্লাইটের অস্বাভাবিক বিলম্ব, যান্ত্রিক ও কারিগরী ত্রুটির কারণে বিলম্বে বিমানবন্দর ত্যাগ এবং সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বা যাত্রীদের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে unplanned/ unscheduled transit এর প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে অপেক্ষামান যাত্রীদের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বিনা ফি-তে সর্বোচ্চ ৩৬ (ছত্রিশ) ঘন্টা পর্যন্ত transit visa on arrival প্রদান করতে পারবে।

পরবর্তি পাতায় চলমান

* ৩ নম্বর দফাটি নং-স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/ ১৭১১, তারিখ ঃ ৮ নভেম্বর, ২০০৭দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) উপরে (ক) এ বর্ণিত পরিস্থিতি ব্যতিরেকে কোন যাত্রীর planned/scheduled transit হলে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে ঢাকায় অবস্থান করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিন পর্যন্ত transit visa on arrival দিতে পারবে। তবে এ জন্য সার্ভিস চার্জ হিসেবে মাথাপিছু ২০(বিশ) মার্কিন ডলার নির্ধারিত ব্যাংকে ও হিসাবে জমা দিতে হবে" ।

০৪। Visa on arrival/landing permit প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :

(ক) বৈদেশিক মুদ্রায় (ডলার /পাউন্ড/ইউরো) ভিসা ফি প্রদান করতে হবে ।

(খ) সরকারী কাজ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আগত বিদেশীর নিকট ন্যূনতম ৫০০(পাঁচশত) মার্কিন ডলার/সমপরিমান বৈদেশেক মুদ্রা নগদ /ক্রেডিটকার্ডে থাকতে হবে।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদে আগমনকারী ব্যতীত অন্যান্য আগমনকারীর নিকট ফিরতি বিমান টিকেট থাকতে হবে।

(ঘ) আগমনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকতে হবে।

(ঙ) যেসব দেশের ক্ষেত্রে ভিসা ফি প্রযোজ্য নয় সে সব দেশের পাসপোর্টধারীদের ক্ষেত্রে visa on arrival/landing permit এর জন্য ফি প্রযোজ্য হবে না।

(চ) বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ visa on arrival/landing permit-এ আগত বিদেশীদের পূর্ণাংগ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি মাসিক বিবরণী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে ।

০৫। আগমনের উদ্দেশ্য নিশ্চিত হয়ে visa on arrival/landing permit প্রদান করতে হবে। তবে বিদেশী সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশে আগমনের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

০৬। Visa on arrival/landing permit এ আগত বিদেশীদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভিসা নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

০৬। Visa on arrival/landing permit প্রাপ্তদের পাসপোর্টে বিমান বন্দরে কর্তব্যরত ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যথানিয়মে আগমন ও প্রস্থান সীল প্রদান করবে।

০৭। এই পরিপত্র কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে visa on arrival/landing permit প্রদান সংক্রান্ত জারীকৃত পূর্বের সকল পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(শেখ আব্দুর রউফ)
উপ-সচিব (বহিরাগমন)

বিতরণঃ *(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)*

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশোধিত নীতিমালার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকল বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনে প্রেরণের অনুরোধ করা হ'ল)।
৪। সচিব--- (সংশিষ্ট সকল)
৫। বাংলাদেশ দূতাবাস/ মিশন --------------------------------(সকল)
৬। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা ।
৭। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮। মহাপরিচালক, এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা।
১১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এস বি, ঢাকা।
১৩। সভাপতি, এফ, বি, সি, সি, আই, ঢাকা।
১৪। চেয়ারম্যান, এফ, আই,সি,সি, আই, ঢাকা।
১৫। উপসচিব (নিরাপত্তা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(শেখ আব্দুর রউফ)
উপ-সচিব (বহিরাগমন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বহিরাগমন শাখা-২

নং স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/ ১৪৩৫ তারিখ ঃ ১৯ আগষ্ট ২০০৭

পরিপত্র

বিষয় : পাসপোর্টে "No Visa Required for Travel to Bangladesh " সীল প্রদান প্রসংগে ।

সূত্রঃ ১) স্বঃ মঃ (বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/২৮৮০, তারিখঃ ১৯ অক্টোবর ২০০৬
২) স্বঃ মঃ (বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/৫১৪, তারিখঃ ০৪ এপ্রিল ২০০৭

উপর্যুক্ত সূত্রসমূহে বর্ণিত বিষয়ে জারীকৃত পরিপত্র নিম্নরূপ সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা হ'ল ঃ

০২। বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত, সার্কভুক্ত দেশসমূহ ব্যতীত, বিশ্বের যে কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি ও তাঁদের স্ত্রী /সন্তানদের এবং বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশী স্ত্রী ও তাঁদের সন্তানদের বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থান সহজতর করার জন্য তাঁদের বিদেশী পাসপোর্টে "No visa required for travel to Bangladesh" সীল প্রদান করা যাবে। নিম্মলিখিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর উপরোল্লেখিত ব্যক্তিদের বিদেশী পাসপোর্টে "No visa required for travel to Bangladesh" সীল প্রদান করবে ঃ

০৩। **শর্তাদি :-**

ক) বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঃ
ধ. দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদপত্র,
অথবা
ন. বৈধ বাংলাদেশী পাসপোর্ট,
অথবা
প. বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণের পূর্বেকার বাংলাদেশী পাসপোর্ট /ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত জন্মসংক্রান্ত/ নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র এবং পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদন।

খ) আদিসূত্রে বাংলাদেশী এবং বর্তমানে বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির বিদেশী স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে ঃ
- পিতা /মাতা/স্বামীর বৈধ বাংলাদেশী পাসপোর্ট/ দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদ অথবা বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহনের পূর্বেকার পিতা /মাতা/স্বামীর বাংলাদেশী পাসপোর্ট/ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত পিতা/ মাতা/স্বামীর জন্মসংক্রান্ত / নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র, এবং
- পিতা/মাতা/স্বামী কর্তৃক স্ত্রী/সন্তান মর্মে প্রদত্ত হলফ নামা এবং
- পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদন।

গ) বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশী স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে ঃ
- পিতা/মাতা/স্বামীর বাংলাদেশী পাসপোর্ট অথবা ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত জন্মসংক্রান্ত / নাগরিকত্বের সনদপত্র, এবং
- বিবাহের সনদপত্র (স্ত্রীর ক্ষেত্রে), এবং
- পিতা /মাতা/স্বামী কর্তৃক বিদেশী স্ত্রী/সন্তানদের অনুকূলে প্রদত্ত হলফনামা এবং
- পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদন।

ঘ) ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডে নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বাংলাদেশীদের বিদেশী পাসপোর্টে "No visa required for travel to Bangladesh (NVR)" গ্রহণের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদনের প্রয়োজন হবে না। তবে আবেদনকারীর বাংলাদেশী নাগরিকত্ব প্রমানের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষাগত সনদ পত্র/বাংলাদেশী পাসপোর্ট/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

০৪। ৩(ঘ) এ বর্ণিত দেশসমূহ ব্যতীত অন্যান্য দেশের সংশ্লিষ্ট দূতাবাস থেকে তদন্তের জন্য প্রাপ্ত আবেদন পত্রটির উপর ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পুলিশ বিশেষ শাখা তদন্ত কাজ সম্পন্নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কোন আপত্তি নেই মর্মে ধরে নেয়া হবে।

০৫। দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ ব্যতীত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগরিকগণ বাংলাদেশী পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারবেন না ।

০৬। পাসপোর্টের মেয়াদ যতদিন থাকবে “No visa required for travel to Bangladesh” সুবিধা ততদিন বহাল থাকবে এবং পাসপোর্ট বাতিল হলে উক্ত সুবিধাও বাতিল বলে গণ্য হবে। বিদ্যমান “No visa required for travel to Bangladesh” সীল নতুন পাসপোর্টে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৫০ (পঞ্চাশ) মার্কিন ডলার অথবা সমপরিমান অর্থ ফি বাবদ প্রদান করতে হবে।

০৭। এই পরিপত্র কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে “No visa required for travel to Bangladesh” সংক্রান্তে জারীকৃত পূর্বের সকল পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(শেখ আব্দুর রউফ)
উপ-সচিব (বহিরাগমন)

বিতরণঃ *(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)*

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশোধিত নীতিমালার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকল বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনে প্রেরণের অনুরোধ করা হ'ল)।
৪। সচিব-- (সংশ্লিষ্ট সকল)
৫। বাংলাদেশ দূতাবাস/ মিশন --------------------------------(সকল)
৬। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা ।
৭। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮। মহাপরিচালক, এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা।
১১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এস বি, ঢাকা।
১৩। সভাপতি, এফ, বি, সি, সি, আই, ঢাকা।
১৪। চেয়ারম্যান, এফ, আই,সি,সি, আই, ঢাকা।
১৫। উপসচিব (নিরাপত্তা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(শেখ আব্দুর রউফ)
উপ-সচিব (বহিরাগমন)